পদ চল্লিশের গুপ্ত ইতিহাস - সংখ্যা ছয়

এগারো

Jeff Pippenger
2026-04-02

আমরা যখন এই গুপ্ত ইতিহাসের অধ্যয়ন আরম্ভ করি, তখন আমরা ভবিষ্যদ্বাণীর উভয় অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত রেখাকে বিবেচনা করব, যেগুলি এখন বুঝা যায় যে চল্লিশতম পদে ‘সময়ের অন্ত’ থেকে একচল্লিশতম পদের রবিবার-আইন পর্যন্ত ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের অভ্যন্তরীণ রেখাটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদ দ্বারা চিহ্নিত। বহিরাগত রেখাটি দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদ দ্বারা চিহ্নিত। দানিয়েল ১১-এর বহিরাগত রেখা—একাদশ পদ—ইতিহাসে ২০১৪ সালে উপস্থিত হয়েছিল, এবং প্রকাশিত বাক্য ১১-এর অভ্যন্তরীণ রেখা—একাদশ পদ—ইতিহাসে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে উপস্থিত হয়েছিল। বহিরাগত রেখাটি পৃথিবীর পশুর রিপাবলিকান শৃঙ্গকে উপস্থাপন করে, এবং অভ্যন্তরীণ রেখাটি পৃথিবীর পশুর প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গকে উপস্থাপন করে।

যুক্তরাষ্ট্র

প্রকাশিতবাক্য গ্রন্থ অন্তিম দিনের বিষয় হিসেবে এক প্রধান জাতিকে চিহ্নিত করে। সেই জাতি হলো পৃথিবীর জন্তু, যে সমগ্র বিশ্বকে পাপাল সমুদ্র-জন্তুর উপাসনা করতে বাধ্য করে। প্রকাশিতবাক্য গ্রন্থ এক প্রধান জাতি, দশ জাতির এক মহাসঙ্ঘ এবং এক জালিয়াত গির্জাকে চিহ্নিত করে। জাতিটি হলো যুক্তরাষ্ট্র, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পৃথিবীর জন্তু; জালিয়াত গির্জাটি হলো ত্রয়োদশ অধ্যায়ের সমুদ্র-জন্তু; এবং অমঙ্গলের বিষয়ে বাইবেলসম্মত দশ-রাজা-মহাসঙ্ঘ হলো জাতিসংঘ। এই তিন শক্তি, যাদের প্রকাশিতবাক্য ষোলো অধ্যায়ে নাগ, জন্তু ও ভ্রান্ত ভাববাদী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, বিশ্বকে আরমাগিদ্দোনের দিকে পরিচালিত করে।

দানিয়েলের এগারো অধ্যায়ের চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পদে তাদের প্রত্যেককে সনাক্ত করা হয়েছে, যেখানে জাল মণ্ডলী পঁয়তাল্লিশ পদে সমুদ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ও গৌরবময় পবিত্র পর্বতের মধ্যে এসে তার পরিণামে উপনীত হয়, যা ভৌগোলিকভাবে প্রকাশিত বাক্যের আর্মাগেডনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। চল্লিশ পদ ১৭৯৮ সালে শুরু হয়, যখন সমুদ্রের পশু—অর্থাৎ জাল মণ্ডলী—এক মরণঘাতী আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিল; এবং এই অংশের সমাপ্তি ঘটে সেই পুনরুজ্জীবিত সমুদ্রের পশুর মাধ্যমে, যে প্রকাশিত বাক্য সতেরোর বেশ্যা, তার দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণে; এইভাবে এই অংশটির সমাপ্তি ঠিক সেখানেই হয়, যেখানে এর সূচনা হয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ও দানিয়েল—উভয় গ্রন্থেই প্রধান জাতি হলো যুক্তরাষ্ট্র, যা বিদ্রোহের অধ্যায়—প্রকাশিত বাক্য তেরো—পৃথিবীর পশু। পৃথিবীর পশুই প্রকাশিত বাক্যের ষোলো অধ্যায়ে ভণ্ড ভাববাদী, এবং দানিয়েল এগারোর চল্লিশ পদে সেটিই রথ, জাহাজ ও অশ্বারোহীরা।

অর্ধসত্য মোটেই সত্য নয়

অন্তিম কালে দানিয়েল ও প্রকাশিতবাক্য—উভয়েরই বিষয় যে জাতি, তা হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; এবং দানিয়েল অধ্যায় এগারো সেই জাতির শেষ রাষ্ট্রপতিকে বিশেষভাবে শনাক্ত করার মাধ্যমেই শুরু হয়। এই সত্য একটি প্রতিষ্ঠিত বাইবেলীয় বাস্তবতা, যা লাওদিকীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা একটি অর্ধসত্যের আড়ালে লুকিয়ে থেকে প্রত্যাখ্যান করে। এই বিষয়ে তারা যে অর্ধসত্যের আড়ালে আশ্রয় নেয়, তা হলো—তারা একমত যে প্রকাশিতবাক্য তেরো অধ্যায়ের পৃথিবীজাত পশু এবং ষোলো অধ্যায়ের ভণ্ড ভাববাদী—উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র; তবুও তারা দেখতে অস্বীকার করে যে অন্তিম কালের বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর একটি প্রধান বিষয় ডোনাল্ড ট্রাম্প। ঈশ্বর কখনও পরিবর্তিত হন না; এবং তিনি যখন মিসরের সঙ্গে কার্য করছিলেন, তখন ফরোউন ছিল ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের একটি প্রধান বিষয়; পরে বাবিলের ক্ষেত্রে নেবূখদ্নিৎসর ও বেল্শৎসর নামোল্লেখসহ উপস্থিত। কোরেশের নাম বলা হয়েছে। দারিয়াবসের নাম বলা হয়েছে। বাইবেলে পৃথিবীজাত পশুর শেষ শাসককে নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করে, এবং এটি কোনো আকস্মিক উল্লেখ নয়। অন্তিমকালীন ভবিষ্যদ্বাণীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কে—অ্যাডভেন্টিজম তা জানে, কিন্তু তা দেখতে পারে না যে প্রত্যেকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপ্রেক্ষিতেই ঈশ্বর জাতি ও তার নেতাকে সম্বোধন করেন; এবং সেই পূর্ববর্তী সব পবিত্র ইতিহাসই অন্তিম কালের দৃষ্টান্তচিত্র।

চূড়ান্ত দর্শনে তূর্যধ্বনি

ডোনাল্ড ট্রাম্প দানিয়েলের চূড়ান্ত দর্শনের প্রথম বিষয়, যা সমস্ত ভাববাণীমূলক দর্শনের পরাকাষ্ঠা—কেবল দানিয়েল পুস্তকে নয়, বরং সমগ্র বাইবেলেই।

ঈশ্বরের বাক্যের অন্তর্গত ভাববাণীমূলক ইতিহাসের শেষ দর্শনের বিষয়বস্তু হলো ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সেই প্রতীক, যা চল্লিশতম পদে নিহিত ইতিহাসের বহির্গত অন্ত্যকালের ভাববাণীর পদচিহ্নসমূহকে শনাক্ত করে। তিনিই সেই সংযোগও, যা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অভ্যন্তরীণ রেখাকে শনাক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করে। এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার হলো প্রকাশিতবাক্য তেরোর পৃথিবীস্থ পশুর উপরস্থিত প্রোটেস্ট্যান্ট শৃঙ্গ, এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প একই পশুর রিপাবলিকান শৃঙ্গকে প্রতিনিধিত্ব করেন। সেই পশুটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান, যা সংবিধানসম্মত প্রজাতান্ত্রিক সরকারের দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে—যে সরকার প্রথমে দুই শৃঙ্গের মধ্যে একটি পৃথকীকরণ স্থাপন করেছিল, কিন্তু পরিশেষে সেই শৃঙ্গদ্বয়কে একত্র করে পাপাল সমুদ্র-পশুর একটি প্রতিমূর্তিতে পরিণত করে।

সিস্টার হোয়াইট বারংবার দানিয়েল তৃতীয় অধ্যায়ের স্বর্ণমূর্তিকে অন্তিম দিনের রবিবার-আইনের সঙ্গে সমন্বিত করেছেন; অতএব, নবূখদনেজর কাকে প্রতিনিধিত্ব করেন? অ্যাডভেন্টবাদ আপনাকে জানাবে যে তিনি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, অর্থাৎ প্রকাশিতবাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়ের পৃথিবীর পশু; যা কার্যত এই সনাক্তকরণের সমতুল্য যে, শদ্রক, মেশক ও আবেদনগোকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল বাবিল। বাইবেল নবূখদনেজরকেই সেই ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করে, যিনি রবিবার-আইনের সময় দায়ী ছিলেন; সুতরাং, নবূখদনেজর কে, যদি তিনি সেই রাষ্ট্রপতি না হন, যিনি আসন্ন রবিবার-আইন কার্যকর হওয়ার সময় শাসন করবেন?

তিনটি

দানিয়েলের শেষ দর্শন, অর্থাৎ হিদ্দেকেল নদীর দর্শন, তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং প্রত্যেকটি প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই তিন অধ্যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দূতকে উপস্থাপন করে, কিন্তু একই সঙ্গে এগুলি দানিয়েলের শেষ বার্তাকেও উপস্থাপন করে। প্রথম অধ্যায়ে তাঁর প্রথম বার্তাও প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দ অধ্যায়ের তিন দূতকে উপস্থাপন করে, এবং এভাবে আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর প্রথম অধ্যায় এবং হিদ্দেকেল নদীর দর্শনের উপর স্থাপিত হয়।

দানিয়েলের শেষ দর্শনটি হিব্রু ভাষার “সত্য” শব্দের কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা হিব্রু বর্ণমালার প্রথম, ত্রয়োদশ এবং শেষ অর্থাৎ বাইশতম অক্ষর দ্বারা গঠিত। দশম অধ্যায়ে দানিয়েলকে ভবিষ্যদ্বাণীর একজন ছাত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যিনি বাইশতম দিনে একজন লাওদিকীয় অবস্থা থেকে একজন ফিলাদেলফীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হন। এরপর দানিয়েল দ্বাদশ অধ্যায়ে উপস্থাপিত অমোহরিত জ্ঞানের বৃদ্ধি অনুধাবন করার ক্ষমতা লাভ করেন। দর্শনের প্রথম ও শেষ অধ্যায় দানিয়েলকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের একটি প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করে, যারা প্রকৃত অর্থেই ভবিষ্যদ্বাণীর ছাত্র।

> “মানুষের বৌদ্ধিক উন্নতি যতই হোক না কেন, সে যেন এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা মনে না করে যে, অধিকতর আলোর জন্য শাস্ত্রসমূহের গভীর ও অবিরাম অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর শিক্ষার্থী হতে আহ্বান করা হয়েছে।” Testimonies, volume 5, 708.

প্রথম অধ্যায় হিদ্দেকেল নদীর দর্শনের সেই একই সত্যসমূহ শনাক্ত করে, এবং হিদ্দেকেল নদীর দর্শনের প্রথম অধ্যায় তার তৃতীয় ও শেষ অধ্যায়ের সেই একই সত্য শনাক্ত করে। দানিয়েল পুস্তক আলফা ও ওমেগার স্বাক্ষর বহন করে, কারণ প্রথম অধ্যায় অনন্ত সুসমাচারের তিন-ধাপবিশিষ্ট পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে শনাক্ত করে, এবং দ্বাদশ অধ্যায়ও তাই করে। তারপর দানিয়েলের শেষ দর্শন গঠনকারী তিনটি অধ্যায়ের মধ্যে, প্রথম অধ্যায়টি আলফা এবং তৃতীয় অধ্যায়টি ওমেগা। এটি দানিয়েলের প্রথম পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেখানে কী খাদ্য গ্রহণ করা হবে তা নিয়ে পরীক্ষা হয়েছিল, এবং তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত পরীক্ষার সঙ্গেও, যখন তিন বছর পরে নবূখদ্নিৎসর তার বিচার করেছিলেন। দানিয়েল ১-এর আলফা পরীক্ষা ছিল বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতি নিয়ে, যা বাবিলীয় আহার অথবা নিরামিষ আহার গ্রহণের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে।

“পংক্তির উপর পংক্তি” এই পদ্ধতির প্রতি দানিয়েলের বিশ্বস্ততা এমন ফল আনল যে, “জ্ঞানের ও বুদ্ধির সমস্ত বিষয়ে, যাহা বিষয়ে রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি তাহাদিগকে আপন সমুদয় রাজ্যের সমস্ত জাদুকর ও জ্যোতিষী অপেক্ষা দশগুণ শ্রেষ্ঠ দেখিলেন।” ওমেগা দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীরাই সেই সকল জ্ঞানের বিষয়ে উপলব্ধি লাভ করে, যা ভাববাণীমূলক বাক্য উন্মুক্ত হলে বৃদ্ধি পায়। দ্বাদশ অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের ওমেগা, এবং এটি দশম অধ্যায়েরও ওমেগা, অর্থাৎ হিদ্দেকেল দর্শনের আলফা। সেই আলফা দশম অধ্যায়ে, দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীদের বৌদ্ধিক অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, দানিয়েল আত্মিক অভিজ্ঞতায় প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথম অধ্যায় এই বিষয়টিকে বিশেষভাবে তুলে ধরে যে, বাইবেল অধ্যয়নের পদ্ধতিই ভাববাণীর শিক্ষার্থীকে সত্যে আত্মিক ও বৌদ্ধিক উভয় দিক থেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম করে, যেন সে সীলমোহরপ্রাপ্ত হতে পারে।

অন্তিম দিনগুলিতে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে, দানিয়েল এবং সেই তিন জন যোগ্য ব্যক্তি হচ্ছেন সেই জ্ঞানীরা, যারা কেবল ১৯৮৯ সালে শেষকালে উন্মোচিত জ্ঞানবৃদ্ধিকে বোঝেন তা-ই নয়, বরং তারা ৯/১১-এ সংঘটিত জ্ঞানবৃদ্ধিকেও বোঝেন। পরিশেষে, তারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে উন্মোচিত জ্ঞানবৃদ্ধিকেও বোঝেন।

ঈশ্বরের ভাববাণীময় আলোর অনুসন্ধানে তারা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের লাওদিকেয়ীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট আন্দোলন থেকে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের ফিলাদেলফীয় আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়। যখন এই পরিবর্তন ঘটে, তখন যারা দৃষ্টিদানকারী আয়নার দর্শন থেকে পলায়ন করছিল, তাদের থেকে তারা পৃথক হয়ে যায়।

মানব বিদ্রোহের বার্তা

দশম ও দ্বাদশ অধ্যায় এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের বিষয়ে আলোচনা করে, কারণ সত্যের কাঠামোর মধ্যে এগুলো প্রথম ও তৃতীয় ধাপ। দশম অধ্যায়ের আয়না-দর্শনের অন্তর্গত অভিজ্ঞতার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়ার পর, এবং সেই সঙ্গে দানিয়েল ১২-এর অমোচিত বোধগম্যতায় আলোকিত হয়ে, তাদের মানব বিদ্রোহের বার্তা ঘোষণা করতে হবে। মানব বিদ্রোহের বার্তা দানিয়েল ও প্রকাশিতবাক্য গ্রন্থদ্বয়ের দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে, এবং বিদ্রোহের বার্তা দানিয়েলে উপস্থাপিত বাইবেলীয় ভাববাণীর রাজ্যসমূহের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক কাঠামোর মধ্যে স্থাপিত। দানিয়েল গ্রন্থে মানব বিদ্রোহের সাক্ষ্যের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতীকতত্ত্ব একাদশ অধ্যায়ে পূর্ণরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। একাদশ অধ্যায় এমন এক ইতিহাস, যা বাবিলনের অবসান এবং মীদীয় ও পারস্যদের সূচনাকাল থেকে শুরু হয়। অতএব, এটি বাবিলনের মারাত্মক আঘাত থেকে শুরু হচ্ছে, যা ১৭৯৮ সালে পাপাসির মারাত্মক আঘাতের প্রতিরূপ। অদূর ভবিষ্যতে আগত রবিবার-আইনে পাপাসির সেই মারাত্মক আঘাত আরোগ্যপ্রাপ্ত হলে, সে ড্রাগন, পশু এবং মিথ্যা ভাববাদী—এই ত্রিবিধ সংযুক্তির মস্তক হয়ে ওঠে। তখন সে প্রকাশিতবাক্য সতেরো অধ্যায়ের সেই নারী, যে পশুর উপর আরোহিনী; এবং সেই নারীর কপালে "মহান বাবিলন" লেখা আছে। অদূর ভবিষ্যতে আগত রবিবার-আইনের সময় বাবিলন ও পাপাসি—উভয়েরই মারাত্মক আঘাত আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়।

বাবিলনের সময় থেকে জগতের শেষ পর্যন্ত যে মানবীয় বিদ্রোহ উপস্থাপিত হয়েছে, সেটিই দানিয়েল গ্রন্থের কাঠামো; এবং একাদশ অধ্যায় হলো সেই বহিঃস্থ ভাববাণীমূলক বার্তা, যা অন্তিম দিনের সেই বিদ্রোহকে বৃত্তান্তরূপে লিপিবদ্ধ করে। একাদশ অধ্যায়ে পাওয়া সেই বিদ্রোহের সাক্ষ্য অধ্যায়টির শেষ ছয় পদে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সন্নিবিষ্ট। শেষ ছয় পদই মানবীয় বিদ্রোহের বার্তা, এবং সেই শেষ ছয় পদও চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসের সঙ্গে এবং তার অভ্যন্তরে উপস্থাপিত হয়েছে। এভাবে দানিয়েল গ্রন্থ সংকুচিত হয়ে এক অধ্যায়ে নেমে আসে, যা পুনরায় সেই অধ্যায়েরই ছয় পদে সংকুচিত হয়, এবং তা আবার এক পদের শেষার্ধের গুপ্ত ইতিহাসে সংকুচিত হয়।

এগারোতম অধ্যায় হিব্রু বর্ণমালার ত্রয়োদশ অক্ষরকে প্রতিনিধিত্ব করে, যার পূর্বে রয়েছে প্রথম অক্ষর এবং পরে রয়েছে শেষ অক্ষর; আর প্রথম ও শেষ সর্বদা একই। প্রথম অধ্যায়ে দর্শন-দর্পণে জ্ঞানীদের মূর্খদের থেকে পৃথক করা হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং শেষ অধ্যায়ে উন্মোচনের সময় জ্ঞানীদের মূর্খদের থেকে পৃথক করা হয়েছে বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুপ্রেরণা আমাদের জানায় যে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরাঙ্কন হলো "সত্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, বৌদ্ধিকভাবে ও আত্মিকভাবে উভয় দিক

থেকেই।” দশম অধ্যায়ে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের আত্মিক মোহরাঙ্কন চিহ্নিত করা হয়েছে এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে বৌদ্ধিক দিকটি প্রদর্শিত হয়েছে। দশম অধ্যায়ে তিনটি স্পর্শ এবং স্বর্গীয় সত্তাদের সঙ্গে তিনটি মিথস্ক্রিয়া চিহ্নিত করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে জ্ঞানীদের এক ত্রিস্তরীয় শুদ্ধিকরণ চিহ্নিত করা হয়েছে, যা বৌদ্ধিক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সত্যের বৃদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়—“শোধিত, শুভ্রকৃত ও পরীক্ষিত” হিসেবে। যেমন দশম অধ্যায়ে তিনের দুটি প্রতীক রয়েছে—তিনটি স্পর্শ এবং তিনটি স্বর্গীয় সাক্ষাৎ; তেমনি দ্বাদশ অধ্যায়ে রয়েছে ত্রিস্তরীয় পরীক্ষার প্রক্রিয়া, এবং সেই সঙ্গে তিনটি সময়-ভবিষ্যদ্বাণী।

দশম অধ্যায়ের তিনটি স্বর্গীয় সাক্ষাৎ সত্যের স্বাক্ষর বহন করে, কারণ দানিয়েলের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করা প্রথম ও শেষ স্বর্গীয় সত্তা ছিলেন দেবদূত গাব্রিয়েল, এবং মধ্যবর্তী সত্তা ছিলেন মিখায়েল। তিনজন স্বর্গদূত, কিন্তু দ্বিতীয় ধাপে স্বর্গদূত ছিলেন খ্রিস্ট। এই তিনটি স্পর্শ দানিয়েলের প্রতি ক্রমবর্ধমান তিন-ধাপের শক্তিবর্ধনের প্রতিনিধিত্ব করে। এই অনুচ্ছেদের মধ্যে দানিয়েল তিনবার “দর্পণ-দর্শন” সনাক্ত করেন, এবং এভাবে তিনি দশম অধ্যায়ে mareh দর্শনের সাতটি উল্লেখের মধ্যে সেই তিনটি দর্পণ-দর্শনকে স্থাপন করেন। দুইবার হিব্রু শব্দ mareh-কে “appearance” হিসেবে অনূদিত করা হয়েছে, এবং দুইবার “vision” হিসেবে, আর আরও তিনবার এটিকে “vision” হিসেবে অনূদিত করা হয়েছে। ‘আরও তিনবার’ mareh নয়; সেগুলি mareh-এর স্ত্রীলিঙ্গ রূপ, যা marah। দশম অধ্যায়ে রয়েছে ক্রমবর্ধমান শক্তিবর্ধনের তিনটি স্পর্শ, সত্যের স্বাক্ষর বহনকারী তিনটি স্বর্গীয় সাক্ষাৎ, এবং খ্রিস্টের আবির্ভাবের সাতটি উল্লেখের অংশরূপে তিনটি দর্পণ-দর্শন।

আবির্ভাব

মারেহ যে দুই স্থানে appearance হিসেবে অনূদিত হয়েছে, সেই দুই স্থানই সেই দুই স্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেখানে এটি vision হিসেবে অনূদিত হয়েছে। একত্রে এগুলো খ্রিস্টকে এমন এক প্রতীকরূপে চিহ্নিত করে, যিনি ভাববাণীমূলক ইতিহাসে এক পথচিহ্নরূপে আবির্ভূত হন। প্রকাশিত বাক্য দশম অধ্যায়ে, এক দূত অবতরণ করে এবং এক পা স্থলের উপর ও অন্য পা সমুদ্রের উপর স্থাপন করে। সিস্টার হোয়াইট আমাদের অবহিত করেন যে সেই দূত ছিলেন “যীশু খ্রিস্টের চেয়ে কম কোনো ব্যক্তিত্ব নন।” প্রকাশিত বাক্য দশের সেই দূত ভাববাণীমূলক ইতিহাসে খ্রিস্টের “আবির্ভাব।” তিনি দানিয়েল আট অধ্যায়ের ত্রয়োদশ পদে পালমোনি হিসেবে আবির্ভূত হন, এবং প্রকাশিত বাক্য পাঁচ অধ্যায় থেকে পরবর্তী অংশে তিনি যিহূদা গোত্রের সিংহরূপে আবির্ভূত হন। দানিয়েল শেষ কালের সেইসব লোকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন, যারা খ্রিস্টের ভাববাণীমূলক আবির্ভাবসমূহকে তিনি যেখানেই যান, সেখানেই অনুসরণ করে। তারা যদি এ কাজে বিশ্বস্ত থাকে, তবে তারা দর্শন-দর্পণের সেই দর্শনের দিকে পরিচালিত হয়, যেখান থেকে অবিশ্বস্তরা পলায়ন করে।

দ্বাদশ অধ্যায়ে অমোচিত হওয়া একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে সেই জ্ঞানের উপলব্ধির ভিত্তিতে যে ত্রিস্তরীয় শুদ্ধিকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সঙ্গে তিনটি ‘সময়-ভবিষ্যদ্বাণী’ সংযুক্ত রয়েছে; এগুলি ঐ তিনটি পদ্যের প্রত্যেকটির জন্য তিনটি স্বতন্ত্র পরিপূরণকে উপস্থাপন করে। সপ্তম পদের এক হাজার দুই শত ষাট বছর, একাদশ পদের এক হাজার দুই শত নব্বই বছর, এবং দ্বাদশ পদের এক হাজার তিন শত পঁয়ত্রিশ বছর—এই তিনটি পদ্যকে চিহ্নিত করে, যাদের প্রত্যেকটিতে একটি সময়-ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যা ইতিহাসে পরিপূরণ হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে মিলেরাইটদের দ্বারা তারা যে বার্তা প্রচার করছিল তার ঐতিহাসিক সমর্থনরূপে স্বীকৃত হয়েছিল। পদ্যে নিহিত পূর্ববাণী, তার

ঐতিহাসিক পরিপূরণ, এবং সেই ইতিহাসের প্রতি মিলেরাইটদের প্রয়োগ—এই তিনটিই ঐ তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তিম-দিবসীয় পরিপূরণের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু সময়ের প্রতি মিলেরাইটদের প্রয়োগ আর বৈধ নয়; সুতরাং পদ্যগুলির মধ্যে সময়-উল্লেখসমূহকে সময় হিসেবে নয়, বরং প্রতীক হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। এই প্রতীকত্ব পদ্যগুলির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—পদ্যটি, ইতিহাসে পদ্যটির পরিপূরণ, এবং বার্তাটির মিলেরাইট উপস্থাপনা—এই তিনটির প্রয়োগের মাধ্যমে।

একাদশ অধ্যায়ে মানব বিদ্রোহের কালানুক্রম লীগ, সন্ধি ও চুক্তিসমূহের দ্বারা পরস্পর গাঁথা হয়েছে। একাদশ অধ্যায়ের ইতিহাসের মধ্যে যে মানবীয় চুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে, সেগুলি ঐশ্বরিক চুক্তির সঙ্গে বৈপরীত্যে প্রতিপন্ন হয়েছে।

> “এই পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ দিনগুলিতে, ঈশ্বরের তাঁর আজ্ঞাপালনকারী জনগণের সঙ্গে করা চুক্তি পুনর্নবীকৃত হবে।” রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৪।

রোম সমগ্র দর্শনটিকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং যখন অধ্যায় এগারোতে প্রথমে পাপাল রোমকে সম্বোধন করা হয়, তখন তাকে “যারা পবিত্র নিয়ম ত্যাগ করে” বলে চিহ্নিত করা হয়। দানিয়েলে এগারোর অভ্যন্তরীণ রেখা, যা চল্লিশতম পদের গুপ্ত ইতিহাসের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ রেখাও বটে, অন্তিম কালে যারা ঈশ্বরের সঙ্গে নিয়মে প্রবেশ করে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে; আর বহিরাগত রেখা তাদের চিহ্নিত করে যারা সেই নিয়মই ত্যাগ করে। অন্তিম কালে জ্ঞানের বৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হবে না—এমন শ্রেণিকে উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরতে গিয়ে, তাদের বহিরাগত ইতিহাস ভঙ্গ মানবীয় সন্ধিসমূহের ভাববাণীমূলক সূত্রে গাঁথা হয়েছে।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের অভ্যন্তরীণ ধারার মধ্যে ঈশ্বরের অন্তিম-দিনের অবশিষ্ট প্রজাদের সঙ্গে তাঁর চুক্তিমূলক সম্পর্কের একাধিক প্রতীক ও দৃষ্টান্ত বোনা রয়েছে। “এগারো” সংখ্যার প্রতীক সেই সত্যগুলোর একটি; এবং একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদ যে অন্তিম দিনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ দর্শনকে শনাক্ত করে, সেই বিষয়টি আরও জোরালোভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে এই কারণে যে, যিশাইয় একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদে ঈশ্বরের অন্তিম-দিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজাদের উদ্দেশ্য ও কার্যকে চিহ্নিত করেছেন।

> আর সেই দিনে এমন ঘটবে যে, প্রভু তাঁর জনগণের অবশিষ্টাংশকে পুনরুদ্ধার করার জন্য দ্বিতীয়বার আবার তাঁর হাত প্রসারিত করবেন—যারা অবশিষ্ট থাকবে আশূর থেকে, মিসর থেকে, পাঠ্রোস থেকে, কূশ থেকে, এলাম থেকে, শিনার থেকে, হামাথ থেকে, এবং সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে। যিশাইয় ১১:১১।

বিচ্ছুরণ

শেষ কালে ঈশ্বরের অবশিষ্ট প্রজা দুইবার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, এবং তাদের একত্রিত করা প্রয়োজন হবে। দানিয়েলে বারো অধ্যায়ের সাত নম্বর পদ শেষ কালে ঈশ্বরের প্রজাদের এক ছিন্নভিন্ন হওয়ার বিষয় নির্দেশ করে; সুতরাং এটি বারো শত ষাট দিনকে এক ছিন্নভিন্ন হওয়ার প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করে।

> আর আমি সেই শণবস্ত্রপরিহিত পুরুষের কথা শুনিলাম, যিনি নদীর জলরাশির উপরে ছিলেন; তিনি যখন স্বর্গের দিকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত ও বাম হস্ত উত্তোলন করিয়া, যিনি অনন্তকাল জীবিত আছেন তাঁহার নামে শপথ করিলেন যে, ইহা এক কাল, দুই কাল, ও অর্ধেক কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইবে; এবং যখন তিনি পবিত্র প্রজাদের শক্তি ছিন্নভিন্ন

> করিয়া দেওয়া সম্পন্ন করিবেন, তখন এই সকল বিষয়ের সমাপ্তি হইবে। দানিয়েল ১২:৭।

প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে দুই সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করার পর ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল।

> আর যখন তারা তাদের সাক্ষ্য সমাপ্ত করবে, তখন অতল গহ্বর থেকে যে পশুটি উঠে আসে, সে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাদের পরাভূত করবে, এবং তাদের হত্যা করবে। আর তাদের মৃতদেহ সেই মহা-নগরের পথে পড়ে থাকবে, যাকে আত্মিক অর্থে সদোম ও মিসর বলা হয়, যেখানে আমাদের প্রভুকেও ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এবং বিভিন্ন জাতি, গোত্র, ভাষা ও জনগণের লোকেরা তাদের মৃতদেহ সাড়ে তিন দিন পর্যন্ত দেখবে, এবং তাদের মৃতদেহ কবরস্থ হতে দেবে না। আর পৃথিবীর অধিবাসীরা তাদের কারণে আনন্দিত হবে, উল্লাস করবে, এবং পরস্পর উপহার পাঠাবে; কারণ এই দুই ভাববাদী পৃথিবীর অধিবাসীদের যন্ত্রণা দিয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১১:৭–১০।

পরবর্তী পদে, অর্থাৎ একাদশ পদে, সদোম ও মিসরের পথে তাদের মৃত্যুর পর সেই দুই সাক্ষী পুনরুত্থিত হয়। সেই একই মৃত্যুকে যিহিষ্কেলে বিক্ষিপ্ত, মৃত, শুকনো অস্থিতে পরিপূর্ণ এক উপত্যকা হিসেবে চিত্রিত করেছেন। এই দুই সাক্ষী ২০২০ সালে নিহত রিপাবলিকান ও প্রোটেস্ট্যান্ট শিংদ্বয়কে প্রতিনিধিত্ব করে। প্রোটেস্ট্যান্ট শিং ১৮ জুলাই, ২০২০-র তার মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণীর সময় মৃত্যু বরণ করে, এবং রিপাবলিকান শিং ২০২০ সালের চুরি হওয়া নির্বাচনে মৃত্যু বরণ করে। যিশাইয় চিহ্নিত করেন যে, যখন সেই সাক্ষীরা পুনরুত্থিত হয়—যা তিনি দ্বিতীয়বার একত্র করা হিসেবে চিহ্নিত করেন—তখন সেই সাক্ষীরাই একাদশ-ঘন্টার কর্মীদের একত্র করার জন্য সেই পতাকা-চিহ্নে পরিণত হয়।

> আর সেই দিনে যিশয়ের একটি মূল উদিত হবে, যা জাতিসমূহের জন্য এক পতাকা স্বরূপ স্থাপিত থাকবে; জাতিগণ তারই অন্বেষণ করবে; এবং তার বিশ্রাম মহিমান্বিত হবে। আর সেই দিনে এইরূপ ঘটবে যে, প্রভু দ্বিতীয়বার তাঁর হাত বাড়াবেন তাঁর অবশিষ্ট প্রজাদের পুনরুদ্ধার করার জন্য, যারা অবশিষ্ট থাকবে—অশূর থেকে, মিশর থেকে, পাথ্রোস থেকে, কূশ থেকে, এলাম থেকে, শিনার থেকে, হামাৎ থেকে, এবং সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জ থেকে। আর তিনি জাতিসমূহের জন্য এক পতাকা উত্তোলন করবেন, এবং ইস্রায়েলের বিতাড়িতদের সমবেত করবেন, এবং পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে যিহূদার ছিন্নবিচ্ছিন্নদের একত্র করবেন। যিশাইয় 11:10–12।

প্রভু যখন সমবেত করার জন্য দ্বিতীয়বার তাঁর হাত প্রসারিত করেন, তখন তিনি "ইস্রায়েলের বিতাড়িতদের" একত্র করেন। "ইস্রায়েলের বিতাড়িতরা" পরজাতিদের জন্য পতাকা-চিহ্ন হয়ে ওঠে, এবং এই কারণে তাদের সমবেত হওয়ার পূর্বে অবশ্যই বিতাড়িত হতে হয়। তাদেরকে যিহিষ্কেলের মৃত অস্থির উপত্যকায় বিতাড়িত করা হয়েছিল, এবং একবার নিহত হওয়ার পর তারা সেই পথেই পড়ে ছিল, যেখানে আমাদের প্রভুও ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, আর অন্য শ্রেণী আনন্দ করছিল।

> যারা সদাপ্রভুর বাক্যে কম্পিত হও, তোমরা সদাপ্রভুর বাক্য শ্রবণ কর; তোমাদের সেই ভ্রাতৃগণ, যারা তোমাদের ঘৃণা করত, যারা আমার নামের কারণে তোমাদের বহিষ্কার করত, তারা বলত, সদাপ্রভু মহিমান্বিত হোন; কিন্তু তিনি তোমাদের আনন্দের জন্য আবির্ভূত হবেন, আর তারা লজ্জিত হবে। যিশাইয় ৬৬:৫।

যাঁরা ঈশ্বরের বাক্যে কম্পিত হন, তাঁরা তাঁদের সেই ভ্রাতৃগণের দ্বারা বহিষ্কৃত হন, যারা তাঁদের ঘৃণা করত। যিরমিয় জানান, সেই ভ্রাতৃগণের কী পরিণতি ঘটে, যারা সেই পতাকাবাহককে

ঘৃণা করেছিল।

> অতএব প্রভু এই কথা বলেন, দেখ, আমি তাদের উপরে এমন অমঙ্গল আনব, যাহা হইতে তাহারা পরিত্রাণ পাইতে সক্ষম হইবে না; আর যদিও তাহারা আমার নিকটে ক্রন্দন করিবে, তথাপি আমি তাহাদের কথা শুনিব না। যিরমিয় ১১:১১।

একাদশ পদটির প্রেক্ষাপট হলো ঈশ্বরের চুক্তি এবং সকল ভাববাদীই অন্তিম দিনসমূহের বিষয়েই সম্বোধন করেন; অতএব এখানে যে চুক্তির কথা আলোচনা করা হচ্ছে, তা হলো এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সঙ্গে চুক্তির পুনর্নবীকরণ।

> সদাপ্রভুর নিকট হতে যিরমিয়ের প্রতি এই বাক্য উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, "তোমরা এই নিয়মের বাক্যসমূহ শ্রবণ কর, এবং যিহূদার লোকদের ও যিরূশালেমের অধিবাসীদের নিকটে ইহা ঘোষণা কর; এবং তাহাদিগকে বল, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, 'অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি, যে এই নিয়মের বাক্যসমূহ পালন করে না; যাহা আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিসরদেশ হইতে, লৌহ-ভাটির মধ্য হইতে বাহির করিবার দিনে তাহাদিগকে আদেশ করিয়াছিলাম, এই বলিয়া, আমার রব শুন, এবং আমি তোমাদিগকে যাহা কিছু আজ্ঞা করি, সেই সমস্ত অনুসারে তাহা পালন কর; তাহা হইলে তোমরা আমার প্রজা হইবে, আর আমি তোমাদের ঈশ্বর হইব; যেন আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি যে শপথ করিয়াছি, তাহা সিদ্ধ করিতে পারি—অর্থাৎ, তাহাদিগকে দুগ্ধ ও মধুপ্রবাহিত এক দেশে দান করিব—যেমন আজ এই দিবসে হইয়াছে।'" তখন আমি উত্তর করিয়া বলিলাম, "আমেন, হে সদাপ্রভু।"

> তখন সদাপ্রভু আমাকে বললেন, যিহূদার নগরসমূহে এবং যিরূশালেমের পথে পথে এই সমস্ত বাক্য ঘোষণা করিয়া বল, 'এই নিয়মের বাক্যসমূহ শুন, এবং সেগুলি পালন কর।' কারণ আমি যেদিন তোমাদের পিতৃপুরুষদের মিসর দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলাম, সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত অতি আন্তরিকভাবে তাদের সতর্ক করিয়াছি, প্রত্যুষে উঠিয়া সতর্ক করিয়া বলিয়াছি, 'আমার বাণী মান্য কর।' তথাপি তারা মান্য করে নাই, কর্ণপাতও করে নাই, বরং প্রত্যেকে আপন আপন দুষ্ট হৃদয়ের কল্পনানুসারে চলিয়াছে; অতএব আমি এই নিয়মের সমস্ত বাক্য তাদের উপরে আনিব, যাহা পালন করিতে আমি তাহাদিগকে আদেশ দিয়াছিলাম; কিন্তু তাহারা সেগুলি পালন করে নাই।

> আর সদাপ্রভু আমাকে বলিলেন, যিহূদার লোকদের মধ্যে এবং যিরূশালেমের বাসিন্দাদের মধ্যে এক ষড়যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষদের অধর্মের দিকে আবার ফিরিয়া গিয়াছে, যাহারা আমার বাক্য শুনিতে অস্বীকার করিয়াছিল; এবং তারা অন্যান্য দেবতাদের সেবা করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাতে গিয়াছে; ইস্রায়েলের গৃহ ও যিহূদার গৃহ আমার সেই নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, যাহা আমি তাহাদের পিতৃপুরুষদের সহিত স্থাপন করিয়াছিলাম। অতএব সদাপ্রভু এই কথা কহেন, দেখ, আমি তাহাদের উপরে এমন অমঙ্গল আনিব, যাহা হইতে তাহারা উদ্ধার পাইতে সক্ষম হইবে না; এবং যদিও তাহারা আমার নিকটে ক্রন্দন করিবে, তথাপি আমি তাহাদের কথা শুনিব না। যিরমিয় 11:1–11।

লাওদিকেয়ীয় সেভেন্থ-ডে অ্যাডভেন্টিজমের বিচার-বিষয়টি, যা যিরমিয় চিহ্নিত করেন, যিহিষ্কেল একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদে পুনরাবৃত্তি করেছেন।

> এই নগর তোমাদের হাঁড়ি হইবে না, আর তোমরাও তার মধ্যে মাংস হবে না; কিন্তু আমি ইস্রায়েলের সীমানায় তোমাদের বিচার করব। ইযিকিয়েল ১১:১১।

অনুপ্রেরণা সরাসরি ইঙ্গিত করে যে, ইযেকিয়েল অধ্যায় নয়-এ বর্ণিত সীলমোহর প্রদানই প্রকাশিতবাক্য সাত-এ উল্লিখিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সেই একই সীলমোহর প্রদান। অধ্যায় এগারোর পদ এগারো কেবলমাত্র সপ্তম-দিন অ্যাডভেন্টিস্ট মণ্ডলীর উপর বিচার সম্বন্ধে ইযেকিয়েলের ধারাবাহিক বর্ণনারই অব্যাহত অংশ, যাকে সিস্টার হোয়াইট ইযেকিয়েল অধ্যায় নয়-এর জেরুজালেম বলে চিহ্নিত করেন। যারা সেই সীল গ্রহণ করেনি, তারা অধ্যায় নয় থেকে এগারো পর্যন্ত দর্শনে বিচারিত ও বিনষ্ট হয়।

ইয়েহেজকেলের 9/11-এর দর্শন অবিশ্বস্তদেরকে বিচারের জন্য যিরূশালেমের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে চিহ্নিত করে; এইভাবে এটি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে চিত্রিত সেই সকলের চূড়ান্ত পৃথকীকরণকে নির্দেশ করে, যারা নিজেদেরকে শেষ কালের মণ্ডলী বলে স্বীকার করে। "এগারো, এগারো"-এর প্রতীকটি সেই চুক্তির প্রতীক, যাতে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জন ঈশ্বরের সঙ্গে প্রবেশ করে। সংখ্যা দুটিকে একত্রে যোগ করলে হয় বাইশ, যা দুই শত বিশের এক-দশমাংশ, এবং এটি মানবত্বের সঙ্গে ঈশ্বরত্বের সংযুক্তির প্রতীকসমূহের একটি।

খ্রিষ্টপূর্ব ৬৭৭ ও ৪৫৭ সালের মধ্যবর্তী দুই শত বিশ বছর, দানিয়েলের তেইশ শত দিনের ভবিষ্যদ্বাণীকে মোশির সাত কালের সময়-ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত করে। এই দুই শত বিশ বছরের অনেক কিছুই সেই প্রায়শ্চিত্তের কার্য্যের প্রতীক হিসেবে শনাক্ত করা যেতে পারে, যা ১৮৪৪ সালে ঐ দুই ভবিষ্যদ্বাণী একত্রে এসে উপস্থিত হলে শুরু হয়েছিল। দুই শত বিশের দশমাংশ হিসেবে বাইশ সংখ্যাটি দ্বারা যা প্রতীকীভাবে উপস্থাপিত হয়, তার অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমনটি এগারো সংখ্যার ক্ষেত্রেও সত্য। এখানে আমি যা চিহ্নিত করতে ইচ্ছা করি, তা হলো এগারো ও বাইশের মধ্যকার সম্পর্ক।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা এই চিন্তাগুলি অব্যাহত রাখব।